দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 JUN 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

144

বিশ্বকাপ ফুটবল দেখতে পরীক্ষা পেছানোর দাবি

পলিটেকনিক ছাত্রদের ব্যারিকেড ঃ ভাংচুর ।। লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখার জন্য পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে সোমবার সকালে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা সমাবেশ শেষে রাজপথে ব্যারিকেড দেয় ও গাড়ি ভাংচুর করে। এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। এতে প্রায় অর্ধশত ছাত্র আহত হয়। এদের ৬ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হসাপাতালে ভর্তি করা হয়। ২০ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। এ ঘটনায় ১০/১২টি গাড়ির ক্ষতি হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সোমবার সকালে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্ররা তাদের দাবিতে সমাবেশ করে। সমাবেশ শেষে ছাত্ররা রাস্তায় বেরিকেড দেয় ও গাড়ি ভাংচুর শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা কলেজের প্রিন্সিপাল-এর রুমেও ইটপাটকেল ছোড়ে। এতে প্রিন্সিপালের রুমের দরজা জানালার ক্ষতি হয়।

পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ব্যারিকেড উঠাতে গেলে ছাত্ররা তাদের প্রতিও ইটপাটকেল ছোড়ে। এ সময় পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে পুলিশ

(৪-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

পলিটেকনিক ছাত্রদের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ইনস্টিটিউটের ভেতরে প্রবেশ করে। পুলিশ ইনস্টিটিউটের ভেতরে ছাত্রদের লাঠিচার্জ করে। এক পর্যায়ে পুলিশ লাইব্রেরীতেও ঢুকে পড়ে। ঘটনাস্থল থেকে ২০/২৫ জন উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

যে ৬ জন ছাত্র ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন, এরা হচ্ছেন, আনিসুর রহমান (২১), জাহাঙ্গীর (২২), নূর আলম (১৯), মোতালেব (২২) ও রুবেল (২০)।

পুলিশ জানায়, সন্ধ্যায় গ্রেফতারকৃত সকল ছাত্রকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সন্ধ্যায় ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে চর জন ছাত্র স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে 'পুলিশী হামলার' নিন্দা করা হয় এবং গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি দাবি করা হয়।

অপর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে সাধারণ ছাত্ররা কলেজ ক্যাম্পাসে মিছিল করে। এ ব্যাপারে কলেজের প্রিন্সিপাল কোন সমাধান না দিলে ছাত্ররা রাস্তায় নেমে পড়ে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে বিনা উস্কানিতে পুলিশ হামলা চালায়। এক পর্যায়ে তারা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে ছাত্র-ছাত্রীদের আহত করে ও প্রায় অর্ধশত ছাত্রকে গ্রেফতার করে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পুলিশ শুধু ছাত্র-ছাত্রী নয়, শিক্ষক-কর্মচারীদেরও প্রহার করে, কম্পিউটার ও টেলিভিশন ওয়ার্কশপের ক্ষতি করে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ঘটনার জন্য কলেজের অধ্যক্ষকে দায়ী করা হয়।